চতুর্দশ অধ্যায়
বেসরকারি খাত উন্নয়ন

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাত চলমান অর্থনৈতিক গতিকে সমুন্নত রাখতে সহায়ক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে সরকার বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য উদারীকরণ ও যুগোপযোগী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি খাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রসারে বেসরকারি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মোট জাতীয় বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র শতকরা ১৯.৯৯ ভাগ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সাময়িক হিসেবে জাতীয় বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা প্রায় ২৪.১৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা ১৯.১৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে, যা ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ১৩.৫৮ শতাংশ।

সরকার বেসরকারিকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে জোরদার, গতিশীল ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ নীতিমালা সংস্কার করেছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাসমূহকে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণে সরকার বদ্ধপরিকর। প্রচলিত উৎপাদন খাত ছাড়াও বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাতেও বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণকে সরকার অব্যাহতভাবে উৎসাহিত করছে। সরকারের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমে বেসরকারি খাত বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের বিশাল অবদান এবং এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন

বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং পুঁজি বাজার উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো স্থাপন করেছে। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ শিল্পখাতকে গতিশীল করে তুলেছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

শিল্প নীতি সংস্কার

শিল্প নীতি ২০০৫ এ বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে সংরক্ষিত শিল্পখাত ব্যতীত অন্য যে কোন শিল্প স্থাপনে সরকারের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিলকরণসহ অধিকতর রেয়াতি শুল্ক হার, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী শিল্পের আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির শুল্ক রেয়াত, কর অবকাশ সুবিধা, শিল্পজাত দ্রব্যকে ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ, কাঁচামাল আমদানি নীতি সহজীকরণ এবং শুল্ক হার হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন

দেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি শিল্প খাতের বিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন করে আসছে । বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশী- বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ শিল্প স্থাপনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড রয়েছে, ইপিজেডসমূহে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত বিনিয়োগকৃত

মূলধনের পরিমান ১২৬২.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে ইপিজেডসমূহে ২,০৩,৭৬৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে প্রায় ৬৪ শতাংশ মহিলা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহ থেকে ২০৬৩.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহ থেকে ২৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এবং ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১০৮৪.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ইপিজেডসমূহ হতে রপ্তাণির পরিমাণ দেশের মোট রপ্তাণির প্রায় ১৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড এর কার্যক্রম

দেশে ও বিদেশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সর্বোত্তম সহায়তা ও উন্নততর সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিগত সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত শিল্প ও বিনিয়োগ-বান্ধব অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক এই সকল নীতিমালা অব্যাহত রাখায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক মূলধন কাঠামোতে (Gross Capital Formation) বেসরকারি খাতের অবদান সিংহভাগ। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (Foreign Direct Investment) গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ ক্রমশঃ আকর্ষণীয়, প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যয় সাশ্রয়ী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বেসরকারি খাত উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগমুখী নীতি ও কৌশল অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই দেশী ও বিদেশী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ-মানচিত্রে (investment map) একটি প্রতিযোগী-সক্ষম স্থান (competitive location) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ অর্থায়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান Goldman Sachs বাংলাদেশকে "সম্ভাবনাময় এগারো" (Next-11) দেশের অন্তর্ভুক্ত করার পর বিনিয়োগকারীরা আরো আগ্রহী হয়েছেন। সম্প্রতি JP Morgan বাংলাদেশকে "Frontier Five"-দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে অমিত সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে।

সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, বিনিয়োগ পরিবেশ (investment climate) উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা এ সম্ভাবনাকে আরো উজ্জীবিত করছে। বিশেষতঃ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত Regulatory Reforms Commission এবং Bangladesh Better Business Forum সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার (policy reform) কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প খাত সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যাবলী নিম্নোক্ত সাতটি আঙ্গিকে উপস্হাপন করা হ'লঃ

- বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন
- প্রকৃত বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বিদেশী)
- বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশী)
- মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী
- শিল্পখাতে জিডিপি
- জিডিপির শতকরা হার হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ
- কর্মসংস্হানের সুযোগ

বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নঃ

বিশ্বব্যাংক ও IFC প্রকাশিত Doing Business 2008 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী Ease of Doing Business: Global Rank-এ বাংলাদেশের অবস্হান ১৭৮টি দেশের মধ্যে ১০৭তম (লেখচিত্র-১৪.১)। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা (protecting investors) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চদশ। তা ছাড়া ব্যবসা শুরু, ঋণ প্রাপ্তি ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৯২তম, ৪৮তম এবং ৮১তম স্থানে অবস্থান করছে।

লেখচিত্র ১৪.১ঃ Ease of Doing Business: Global rank

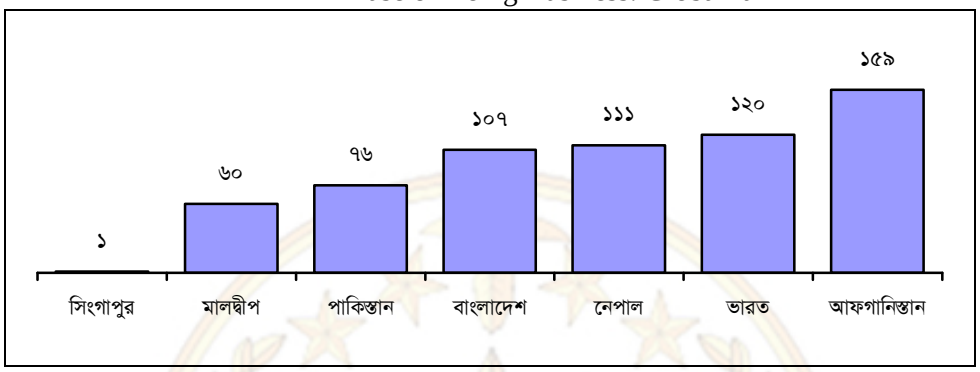

সূত্র ঃ Doing Business 2008: World Bank, 2007

বর্তমান অর্থবছরের প্রথমার্ধেই সরকার, বিনিয়োগ ও ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য দু'টো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঃ

- *দেশের পুরাতন, অপ্রয়োজনীয়, দীর্ঘসূত্রতাপূর্ণ ও জটিল বিধি-বিধানসমূহ সংস্কার করে এগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৭ সদস্যবিশিষ্ট Regulatory Reforms Commission (RRC) গঠন; এবং*
- *দেশে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ করে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বান্ধব পরিস্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের অনুকূল ও সহায়ক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সরকার ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৪১ সদস্যবিশিষ্ট Bangladesh Better Business Forum (BBBF) গঠন।*

RRC এবং BBBF ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশমালা ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করেছে, যা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য RRC এবং BBBF-এর সচিবালয় হিসেবে বিনিয়োগ বোর্ড সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে।

প্রকৃত বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বিদেশী)ঃ

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment - FDI) ঃ

২০০৫-০৬ অর্থ বছরে প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহ হ্রাস পেলেও বিগত ২০০৬-০৭ অর্থবছরে তা ৪.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নের লেখচিত্রে ১৪.২ -এ প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের পরিমাণ তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ১৪.২ ঃ ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবছর বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগের (FDI) সাম্প্রতিক প্রবাহ।

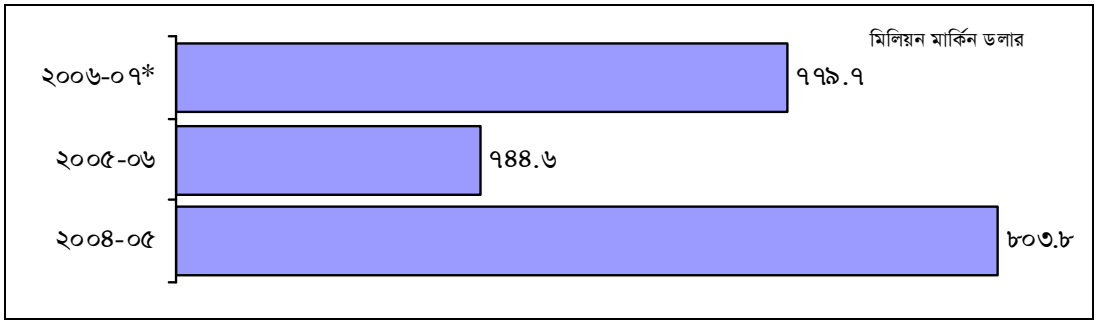

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮, * সাময়িক

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো সমমূলধন (সারণি-১৪.১)। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পুনঃবিনিয়োগ ও আন্তঃকোম্পানী ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭*
সমমূলধন	৩৬১.১	৪৪৭.২	৪৬৪.৫
পুনঃবিনিয়োগ	২৯৭.১	১৯৮.৬	২৬৭.৯
আন্তঃকোম্পানী ঋণ	১৪৫.৫	৯৮.৭	৪৭.৩
সর্বমোট	**৮০৩.৮**	**৭৪৪.৬**	**৭৭৯.৭**

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮, * সাময়িক

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর অধিকাংশই স্থানীয় উদ্যোক্তাদের। এসব প্রস্তাবনার প্রকৃত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান বিদ্যমান নেই। তবে, বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ সব স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট ISBBBP প্রকল্পের আওতায় জাতীয় শিল্প জরিপের মাধ্যমে প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান নির্ণয়ের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশী)ঃ

বিনিয়োগ নিবন্ধন হলো বিনিয়োগের প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনা, যা পরবর্তীতে অন্যান্য সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের সারণি বিবরণ ১৪.২-এ তুলে ধরা হলো। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১,৩৩৮টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমান ছিল মোট ১১,০৯৭ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত তা দাঁড়িয়েছে মোট ১৭,১৩০ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে নিবন্ধিত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১,২৭৯ টি।

সারণি১৪.২ঃ ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন পরিসংখ্যান

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	স্থানীয় বিনিয়োগ		বৈদেশিক বিনিয়োগ		মোট		বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি
	প্রকল্প	বিনিয়োগ	প্রকল্প	বিনিয়োগ	প্রকল্প	বিনিয়োগ	
১৯৯৫-৯৬	১,২১১	৪,৮৩৬	১২৭	৬,২৬১	১,৩৩৮	১১,০৯৭	৭৬.১%
১৯৯৬- ৯৭	১,২৪৭	৪,৭৪৬	১৩৮	৪,৫১৫	১,৩৮৫	৯,২৬১	-১৬.৫%
১৯৯৭- ৯৮	১,৪৪৮	৫,০৬১	১৪০	১৫,৩০৮	১,৫৮৮	২০,৩৬৮	১১৯.৯%
১৯৯৮-৯৯	১,৫৩৫	৫,৬৭৭	১৬১	৯,২৪৩	১,৬৯৬	১৪,৯২০	-২৬.৮%
১৯৯৯-০০	১,৪২৮	৬,৬২১	১৩৫	১০,৫৯৪	১,৫৬৩	১৭,২১৫	১৫.৪%
২০০০-০১	১,৭৮৮	৭,৮০৯	৮০	৬,৯৯৩	১,৮৬৮	১৪,৮০২	-১৪.০%
২০০১-০২	২,৮৭৫	৮,৮০৬	৮৯	১,৭৩৪	২,৯৬৪	১০,৫৪০	-২৮.৮%
২০০২-০৩	২,১০১	১১,৬৫৩	১০৪	২,০৬৭	২,২০৫	১৩,৭২০	৩০.২%
২০০৩-০৪	১,৬২৪	১৩,৫৪৬	১৩০	২,৬৪৪	১,৭৫৪	১৬,১৯০	১৮.০%
২০০৪-০৫	১,৪৬৯	১৪,০০৫	১২০	৫,২৯৮	১,৫৮৯	১৯,৩০২	১৯.২%
২০০৫-০৬	১,৭৫৪	১৮,৩৭০	১৩৫	২৪,৯৮৬	১,৮৮৯	৪৩,৩৫৬	১২৫%
২০০৬-০৭	১,৯৩০	১৯,৬৫৮	১৯১	১১,৯২৫	২,১২১	৩১,৫৮৩	(-২৭%)
২০০৭-০৮ *	১,১৭৭	১৩,৮৬৩	১০২	৩,২৬৭	১,২৭৯	১৭,১৩০	(-৩৩%)

সূত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড, *(জুলাই-মার্চ) সাময়িক

স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনঃ

২০০১-০২ অর্থ বছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমান ছিল মোট ৮,৮০৬ কোটি টাকা, যা ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসেই ১৩,৮৬৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বস্ত্র খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৫৩.৬৩ শতাংশ) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর মধ্যে রসায়ন শিল্প খাতে ১৪.২৯ শতাংশ, সেবা খাতে ১১.৪১ শতাংশ, প্রকৌশল খাতে ১১.৪১ শতাংশ, কৃষিভিত্তিক ৫.৩৭ শতাংশ (লেখচিত্র-১৪.৩ ও ১৪.৪ দ্রষ্টব্য)।

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধনের সাম্প্রতিক ধারা

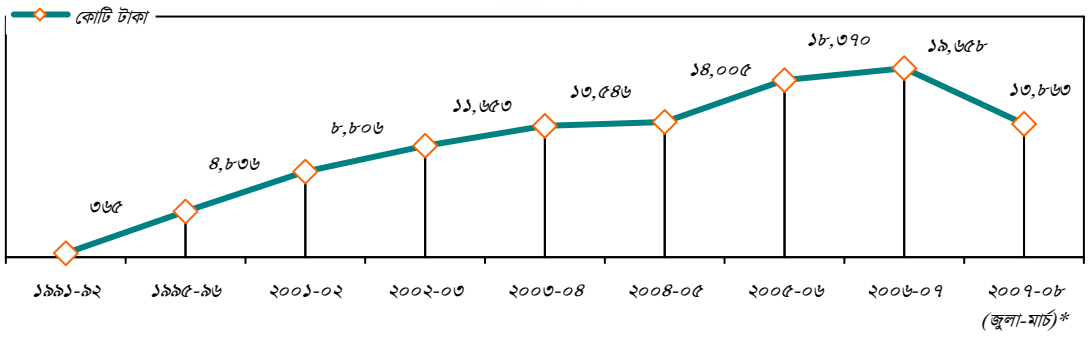

সূত্র : বিনিয়োগ বোর্ড *সাময়িক তথ্য ।

লেখচিত্র ১৪.৪ঃ স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ ২০০৭-০৮ (জুলাই-মার্চ)

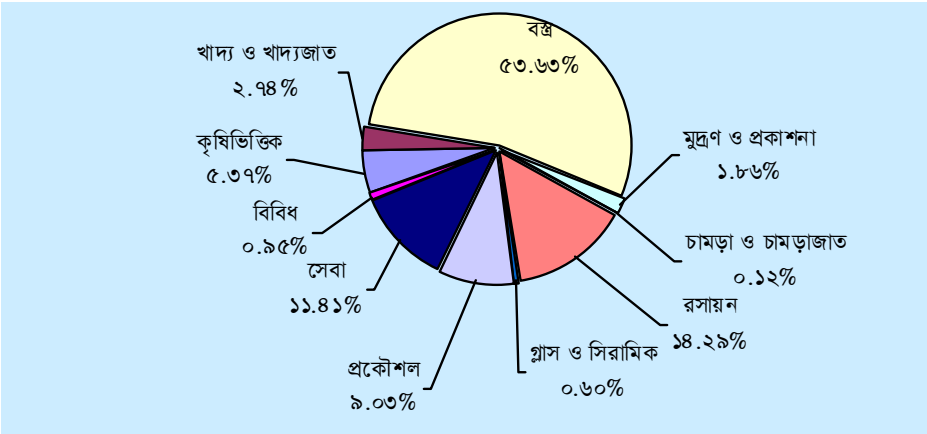

সূত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড, * সাময়িক তথ্য

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধনঃ

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগে (সম্পূর্ণ বিদেশী ও যৌথ মালিকানা) মোট ১০২ টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে। এসব প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমান প্রায় ৩,২৬৭ কোটি টাকা।

নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৯২টি সম্পূর্ন নতুন প্রস্তাবনা। অবশিষ্ট ১০টি হলো বিদ্যমান প্রকল্পে সংশোধিত/সংযোজিত বিনিয়োগ প্রস্তাবনা। নিবন্ধিত সম্পূর্ন নতুন ৯২টি বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো বস্ত্র, সেবা, প্রকৌশল, রসায়ন ও কৃষিভিত্তিক। লেখচিত্র-১৪.৫ এ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক (জুলাই-মার্চ) বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

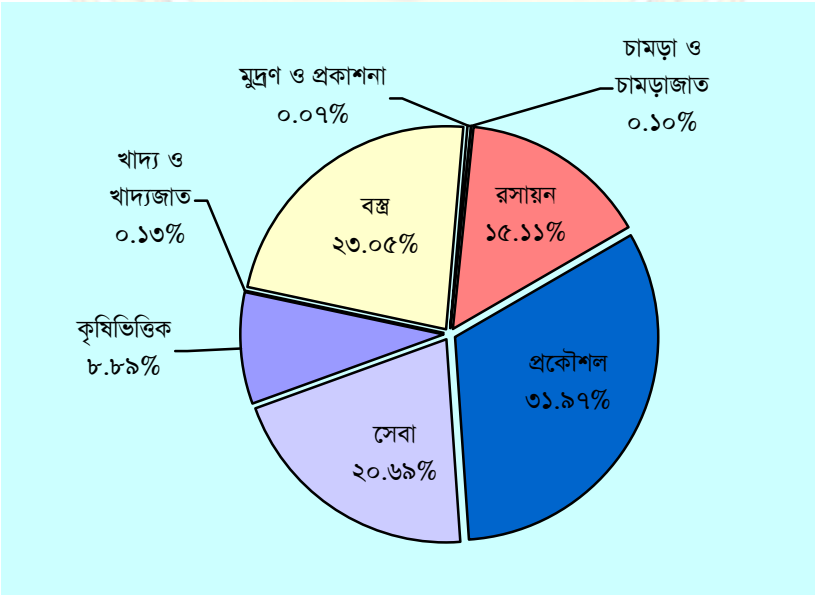

সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল ২০০৮ * সাময়িক

২০০৭-০৮ অর্থবছরে (জুলাই-মার্চ) নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর উৎস বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ২৩টি দেশ। অঞ্চল হিসেবে দক্ষিন, পূর্ব ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, সিআইএসভুক্ত অঞ্চল এবং পশ্চিম এশিয়া। সারণি ১৪.৩-এ দেশভিত্তিক বিদেশী ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিনিয়োগ নিবন্ধনের বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি ১৪.৩ ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত
বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার উৎস অঞ্চলসমূহ	বিনিয়োগ নিবন্ধন		অবদান
	প্রকল্প সংখ্যা	কোটি টাকা	(%)
যুক্তরাজ্য	৫	৪,১৮০.৩৩৯	১৮.১১
রাশিয়া	৩	৩,৯৭৭.০১০	১৭.২৩
কানাডা	৩	৩,৭৫১.৪১০	১৬.২৫
যুক্তরাষ্ট্র	১১	২,১৯৫.৪৭৭	৯.৫১
ভারত	৮	১,৬৮১.৩৭৯	৭.২৮
চীন	১৩	১,৫৫২.০৫৬	৬.৭২
ইন্দোনেশিয়া	১	১,১০৮.১৬০	৪.৮০
জার্মানী	৩	৯৫৪.০৮৪	৪.১৩
জাপান	১১	৭৬৮.৫৫৭	৩.৩৩
পাকিস্তান	৩	৭৬৪.৯৮০	৩.৩১
হংকং	৩	৬১১.২৩৩	২.৬৫
দক্ষিন কোরিয়া	৭	৫৩২.৯৭৭	২.৩১
নেদারল্যান্ড	৪	৫২২.৩৯৭	২.২৬
সুইজারল্যান্ড	১	১১২.৬৭০	০.৪৯
ইতালী	২	৭৯.০০০	০.৩৪
স্পেন	৩	৭৪.০১০	০.৩২
তুরস্ক	২	৫৯.৪১৮	০.২৬
মালয়েশিয়া	৪	৫২.৮০০	০.২৩
সিঙ্গাপুর	১	৪৫.৭৫৪	০.২০
তাইওয়ান	১	২১.০০০	০.০৯
অস্ট্রিয়া	১	১৮.৯৫৮	০.০৮
ডেনমার্ক	১	১০.০০০	০.০৪
সুইডেন	১	৮.৯৫০	০.০৪
সর্বমোট	**৯২**	**২৩,০৮২.৬১৯**	১০০%

* সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, সাময়িক হিসাব

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিঃ

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি হারকে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পায়নের ধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক (indicator) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (জুলাই-জানুয়ারি) প্রায় ১.০ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। নিচের লেখচিত্র ১৪.৬-এ বিগত দশ বছরে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলো ঃ

লেখচিত্র ১৪.৬ ঃ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা (মিলিয়ন ডলার)

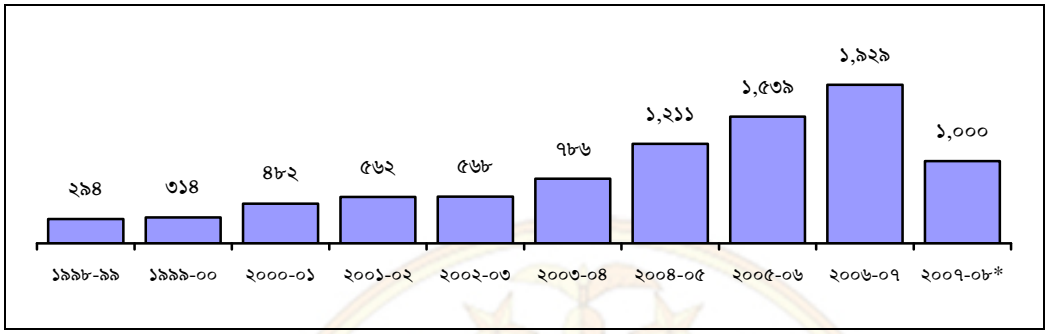

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * জানুয়ারি ২০০৮

শিল্প খাতে (manufacturing) **জিডিপি**

শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি জাতীয় আর্থ-সামজিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এসবের মধ্যে রয়েছে নতুন কর্মসংস্থান, পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন, কর্মনৈপূণ্য উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। বিগত দশকে ১৯৯২-৯৬ সময়কালে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সর্বোচ্চ গড় প্রবৃদ্ধি ৮.২১ শতাংশ হয়েছিল । ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৭২ শতাংশ (লেখচিত্র ১৪.৭ দ্রষ্টব্য)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সাময়িকভাবে এ হার ৭.৫২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

লেখচিত্র ১৪.৭ ঃ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ধারা (১৯৯১-৯২ হতে ২০০৭-০৮*)

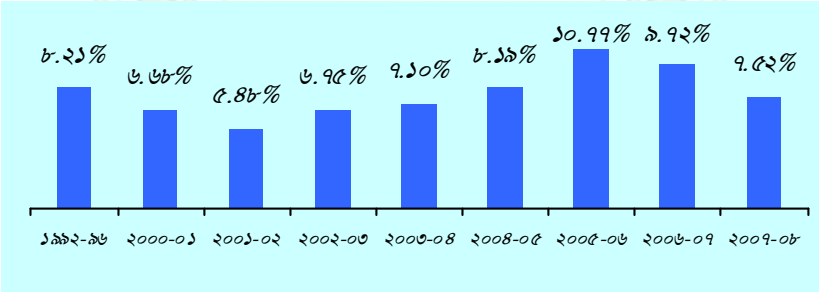

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক

শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে বিনিয়োগ বোর্ড Online Service Tracking System চালু রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বোর্ডের Registration প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ Online-এ সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

জিডিপির শতকরা হার হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগঃ

বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ দ্রুত গতিতে বাড়ছে। জিডিপির শতকরা হার হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১৯.১৭ শতাংশে এ উন্নীত হয়েছে, যা ২০০০-০১ অর্থবছরে ছিল মাত্র ১৫.৮ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমান ছিল ৮৯,৮৬২ কোটি টাকা, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৭৭,৫৪৬ কোটি টাকা। লেখচিত্র ১৪.৮-এ বিগত বছরগুলোতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ধারা তুলে ধরা হ'ল।

লেখচিত্র ১৪.৮ ঃ বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে মোট বিনিয়োগ ধারা (কোটি টাকায়)

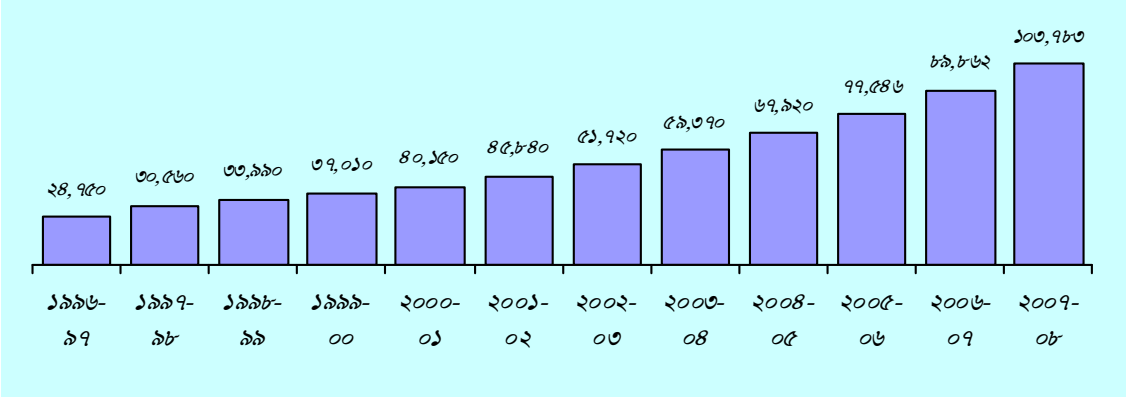

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক

কর্মসংস্থানের সুযোগঃ

শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজারী এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের চাহিদা তৈরী হয়। চলমান ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত) বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২,৯৭,৪৯২ জন লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন উৎসাহিত করতে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।

পুঁজিবাজার উন্নয়ন

জুন ১৯৯৩ তে প্রতিষ্ঠিত সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে Corporate Governance Guidelines জারি করা হয়েছে। পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিস্তারিত পর্যালোচনা সমীক্ষার পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন

উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে বেসরকারি খাতের বুনিয়াদকে শক্ত ভিতে দাঁড় করার লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণ করছে। সরকার মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে এসব কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না থেকে বিভিন্ন শিল্প স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার সহায়ক ভূমিকা পালনের নীতি অনুসরণ করেছে।

বিগত বছরের ন্যায় বর্তমান অর্থ বছরেও সরকারের বেসরকারিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭৪টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৪টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২০টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। ৫৪টি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্দ ৭০৭.০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। ২০০৭ সালের প্রারম্ভে ২৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, এর মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বঃ

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন খাতকে বেসরকারিকরণের পাশাপাশি সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইকনমিক জোন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যক্তি খাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণই সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য। বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সরকার ২০০৪ সালে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে একটি গাইড লাইন প্রনয়ণ করেছে। সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে-যেমন মাস্-ট্রানজিট, ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর; এভিয়েশন; সমুদ্র বন্দর; রেলওয়ে ভৌত-অবকাঠামো এবং সেবা খাতে বেসরকারি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার প্রয়াসে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শুল্ক রেয়াতসহ বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদান করছে।

এছাড়া, দেশী-বিদেশী যৌথ বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), OPIC (Overseas Private Investment Corporation) of USA, ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) এবং WIPO (World Intellectual Property Organization) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশী বিদেশী যৌথ বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ৪০টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দ্বৈত-কর রহিতকরণ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বৈত-কর পরিহারের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

অবকাঠামো খাত

বাংলাদেশ বেসরকারি খাত অবকাঠামো নির্দেশিকা

বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি বেসরকারি খাত অবকাঠামো নির্দেশিকা (Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines) প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশিকায় বিভিন্ন উপখাতে বেসরকারি অবকাঠামোগত প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। উপখাতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লঃ টেলি-যোগাযোগ; শক্তি উৎপাদন, পরিচালন, বিতরণ এবং সেবাসমূহ; বন্দর উন্নয়ন; হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ; ব্রীজ, টানেল ও ফ্লাইওভার নির্মাণ; তৈল ও গ্যাসের আবিস্কার, উৎপাদন, বিতরণ এবং পরিচালন; বিমান বন্দর ও টার্মিনাল উন্নয়ন; পর্যটন; ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট; শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য; পরিবেশ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

বস্ত্র খাত

দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৩২২টি, তন্মধ্যে বেসরকারিখাতে ২৯৯টি মিল রয়েছে। এছাড়াও উইভিং উপখাতে ১,৪২২টি ইউনিট (বড়, মাঝারি এবং স্পেশালাইজড পাওয়ারলুম ইউনিটসহ), ১,৪৮,৩৪২টি হস্ত চালিত তাঁত কারখানা, ১২০০টি রপ্তানিমুখী নীটিং ও নীট-ডাইয়িং ইউনিট, ৩১০টি ডাইয়িং ফিনিশিং ইউনিট (১৮২টি সেমি-মেকানাইজড এবং ১২৮টি মেকানাইজড) ও প্রায় ২০০০টি স্থানীয় হোসিয়ারী কারখানা রয়েছে। নীটিং ও নীট ডাইয়িং ইউনিটসমূহ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ করছে। ওভেন ডাইং ও ফিনিশিং কারখানাসমূহের অধিকাংশই স্থানীয় চাহিদার সিংহভাগ মিটানোর পাশাপাশি রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পের চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মিটিয়ে থাকে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি খাতে (বিটিএমসি'র অধীনে) মাত্র ২৩টি পুরাতন স্পিনিং মিল রয়েছে; তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি শিল্প ইউনিট সার্ভিস চার্জে

পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে গত ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত সূতা ও কাপড় উৎপাদনের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৪.৪ ঃ সরকারি ও বেসরকারি খাতে সূতা ও কাপড় উৎপাদন

বছর	সূতার উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)			কাপড়ের উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট
১৯৯৭-৯৮	৮.১০	২০৪.৮১	২১৩.৪৫	০.১৯	১,৩৯৪.৮৩	১,৩৯৫.০০
১৯৯৮-৯৯	৯.৪০	১৮৬.৭৬	২২৮.৮৪	-	১,৪৫১.০০	১,৪৫১.০০
১৯৯৯-০০	১২.৩০	২০৪.৮১	২৫১.৪৬	-	১,৬৩০.০০	১,৬৩০.০০
২০০০-০১	১৪.৮২	১৮৬.৭৬	২৭১.৫৭	-	১,৮৪৫.০০	১,৮৪৫.০০
২০০১-০২	১৪.৪৩	২০৪.৮১	২৯৮.৫০	-	২,০৫০.০০	২,০৫০.০০
২০০২-০৩	৯.৩৬	৩৩০.৬৫	৩৪০.০০	-	২,২০০.০০	২,২০০.০০
২০০৩-০৪	৯.৭১	৩৭০.৩০	৩৮০.০০	-	২,৭৫০.০০	২,৭৫০.০০
২০০৪-০৫	৯.৪৮	৪৪০.৫২	৪৫০.০০	-	৩,১০০.০০	৩,১০০.০০
২০০৫-০৬	৮.০০	৫৩০.০০	৫৩৮.০০	-	৪০৯০.০০	৪০৯০.০০
২০০৬-০৭	৮.৮৬	৬০০.০০	৬০৮.৮৬	-	৪৯১০.০০	৪৯১০.০০
২০০৭-০৮*	৪.২৬	৩৫০.০০	৩৫৪.২৬	-	২৯০০.০০	২৯০০.০০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, * সাময়িক

দেশে রেশম পণ্যের উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ (ব্যক্তি উদ্যোক্তা, এনজিও, শিল্প মালিক, আমদানিকারক ইত্যাদি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব পালনে বেসরকারিখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। বেসরকারি খাতে রেশম চাষ যথা উন্নতমানের তুঁত পাতা, রোগমুক্ত ডিম, রেশম গুটি ও রেশম সূতা উৎপাদন এবং রেশম শিল্প যথা-রিলিং, টুইস্টিং, উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং প্রযুক্তির উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া হবে, যাতে বেসরকারি খাতে এ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বেসরকারি উদ্যোক্তা, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (বিটিএমসি)ঃ

বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের জনবল খাতে ব্যয় হ্রাস এবং লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে স্বেচছাবসর কর্মসূচীর আওতায় ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৫৭১ জন এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২২৮৯ জন স্বেচছাবসরে গেছেন। উক্ত কর্মসূচী বর্ধিত করার জন্য সরকারের নিকট পুনরায় প্রস্তাব করা হয়েছে। জনবল সংকোচের ফলে এ খাত পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে এবং মিলগুলো সামগ্রিকভাবে "না-লাভ-না লোকসান" ভিত্তিতে পরিচালনা করা সম্ভবপর হবে।

২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বিটিএমসির নিম্নোক্ত ৪টি মিল (১) চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, (২) টাঙ্গাইল কটন মিলস, (৩) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস এবং (৪) রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস বেসরকারি আইন ও নীতিমালার আলোকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে বিক্রির প্রক্রিয়াধীন আছে।

আর্থিক সংস্কারের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে হস্তান্তর/প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক ব্যক্তিমালিকানায় ন্যস্তকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে/হচেছ ঃ

১.সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, টাঙ্গাইল, বস্ত্র দপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;

২. সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, বেলকুচি-ব্যক্তিমালিকানায় ন্যস্ত করা হয়েছে;

৩.সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, বাঞ্ছারামপুর- বিক্রয়ের জন্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশন/ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে;

৪. হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার, রায়পুরা-বিক্রয়ের জন্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশন/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

উল্লেখ্য ২০০৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের তালিকা থেকে ৭টি মিল প্রত্যাহার করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বেসরকারিকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বিটিএমসি'র ৩টি শিল্প এবং সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত ১টি অবসায়ণ করে লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ত করা হয়েছে, যা দ্রুত বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।

পাট

বর্তমানে বিজেএমএ-এর সদস্যভুক্ত বিরাষ্ট্রীয়কৃত মিলের সংখ্যা মোট ৭১টি। এ সকল মিলে স্থাপিত তাঁতের সংখ্যা ১২,৪৩৪টি; তন্মধ্যে ১১,৯৬২টি স্ট্যান্ডার্ড তাঁত ও ২৩৬ টি স্পেশালাইজড তাঁত রয়েছে। বিজেএমএ এর সদস্যভুক্ত ৩৮টি মিলের মধ্যে ১৪টি চালু, ১৭টি আংশিক চালু ও ৭টি মিল বন্ধ রয়েছে। অবশিষ্ট ৪২টি মিলের মধ্যে ৩টি মিল বন্ধ এবং বাকীগুলো চালু রয়েছে।

বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদান এবং উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ''জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার" (জেডিপিসি) স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত জেডিপিসির উদ্যোগে ৯ টি শিল্প স্থাপিত হয়েছে এবং তাদের সমুদয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী হচেছ। ৯টি শিল্প বর্তমানে নির্মানাধীন রয়েছে এবং আরও ১৫ টি শিল্পে বিনিয়োগ তহবিল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে প্রক্রিয়াধীন আছে। জেডিপিসি প্রায় ১২০০ জন শিল্প উদ্যোক্তাকে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য সনাক্ত করে প্রায় ২২৬ জনকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ বিশেষ করে এনজিও এবং তাঁত শিল্পকে বহুমুখী পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জেডিপিসি এর উদ্যোগে এবং সিএফসি'র অর্থায়নে "Small Entrepreneurship Development in Jute Diversified Products" শীর্ষক ১০.০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচেছ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাত

বর্তমান সরকার ''জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা'' অনুযায়ী দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে দেশে একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- **কপিরাইট আইন সংশোধন ঃ** আইসিটি সেক্টরের বিকাশে এবং দেশে উৎপাদিত সফটওয়্যার এর মেধা স্বত্ত্ব সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করে কপিরাইট আইন-২০০০ সংশোধন করা হয়েছে। 'কপিরাইট আইন ২০০০' এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন সর্বসাধারণের অবগতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- **আইসিটি ইনকিউবেটরঃ** দেশে সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশের জন্য সর্বমোট ৬৮,৫৬৩ বর্গফুট জায়গা নিয়ে ঢাকার কারওয়ান বাজারে ''আইসিটি ইনকিউবেটর সেন্টার'' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উচ্চ গতিসম্পন্ন ডাটা ট্রান্সমিশন সুবিধা প্রদানসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **হাই-টেক পার্ক স্থাপনঃ** আইসিটি, ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি এবং সংশ্লিষ্ট নলেজ বেজড শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিকাশের অনুকূল এবং উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩১ একর জমিতে হাইটেক পার্কের মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ এবছরে শেষ হবে।

- **বাংলাদেশে উৎপাদিত সফটওয়্যার রপ্তানিঃ** বর্তমানে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে সফটওয়্যার এবং আইটি এনাবলড সার্ভিসেস রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের সফটওয়্যার ব্যবহারকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হ'ল: নকিয়া, জাপান এয়ারলাইনস, বিশ্ব ব্যাংক, এইচপি, মার্কিন পোস্টাল ও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট। বর্তমানে ১০০টিরও বেশি সফটওয়্যার ফার্ম/আইসিটি কোম্পানি তাদের উৎপাদিত সফটওয়্যার এবং আইসিটি এনাবলড সার্ভিসেস ৩০টি দেশে রপ্তানি করছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

বেসরকারিখাতকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টায় বিগত ১৯৮৯ সনে প্রথম বেসরকারিখাতে রেডিও ট্রাংকিং সেলুলার রেডিও টেলিফোন, নৌ-রেডিও টেলিফোন নেটওয়ার্ক ও পেজিং চালু করার জন্য বাংলাদেশ টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড (বিটিএল) নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া হয়। বিটিএল' এর লাইসেন্সের মোবাইল টেলিকম অপারেটর অংশ পরবর্তীতে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ -এর নিকট হস্তান্তরিত হয়।

টেলিফোনের বিপুল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে Fixed Telephone (PSTN) সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি খাতে সেন্ট্রাল জোন (Dhaka Multi Exchange Area) ব্যতীত অন্য ৪টি জোনে ১২টি কোম্পানিকে ৪০টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে Fixed Telephone লাইসেন্স প্রদান করায় এ খাতে দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ শুরু করেছেন। বেসরকারি খাতে ফিক্সড ফোন লাইসেন্স প্রদান করার বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের মোবাইল খাতে বর্তমানে ২৫ শতাংশ বেশী প্রবৃদ্ধি হওয়ায় জিডিপিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ এ দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ, এপ্রিল ২০০৮ এ গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি অতিক্রম করেছে। বর্তমানে মোবাইল খাতে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এখাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, ভ্যাট ইত্যাদি বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

উল্লেখ্য মে ২০০৮ পর্যন্ত দেশের মোট ৬টি বেসরকারি সেলুলার মোবাইল অপারেটরের মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪.২০ কোটি। বেসরকারি সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানীর ট্যারিফ পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ ভাগ পর্যন্ত কমেছে। ফলে জনগণ কমমূল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলতে পারছে। গত ১৫ই মে ২০০৮ থেকে তিন পার্বত্য জেলা সদরে আনুষ্ঠানিকভাবে বহুল প্রতীক্ষিত মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সেখানে শুধু টেলিটক নেটওয়ার্ক চালু করেছে। পরবর্তীতে অন্যান্য মোবাইল কোম্পানী নেটওয়ার্ক চালু করবে। দেশে মোবাইল টেলিডেনসিটি জানুয়ারি ২০০২ এ যেখানে ছিল ১.০০ শতাংশ, মার্চ ২০০৮ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭.৯১ শতাংশে। মে ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা সারণি ১৪.৫ এ দেখানো হলো ঃ

সারণি ১৪.৫ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

	অপারেটর	গ্রাহক (মিলিয়নে)
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	১৯.৫৮
২.	টিএমআইবি (একটেল)	৭.৭১
৩.	ওসরাম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (বাংলালিংক)	৮.৯৯
৪.	পিবিটিএল (সিটিসেল)	১.৬৪
৫.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড(টেলিটক)	০.৯৯
৬.	ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ওয়ারিদ)	৩.১৩
	মোট	**৪২.০৪**

উৎসঃ www.btrc.gov.bd.

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

হাইড্রোকার্বন সেক্টরে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম এবং ব্যক্তিখাত ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করাসহ তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরি সহায়তায় জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অধীনে হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় জুন, ২০০৫ এ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গ্যাস ট্রান্সমিশন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল, ২০০৬ হতে চালু হয়, যা ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত চলবে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট পেট্রোলিয়াম খাতের Upstream এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত সকল গ্যাস ক্ষেত্রে মোট আবিষ্কৃত মজুদ ২৮.৬২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট । ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট । ফলে ডিসেম্বর ২০০৭ এ উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের (অবশিষ্ট) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩.২১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। হাইড্রোকার্বন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিটে স্থাপিত Mini Data Bank of HCU-তে গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে । এই ডাটাবেজে উৎপাদন বন্টন চুক্তি সংক্রান্ত Cultural data, উৎপাদন ডাটা, গ্যাসের মজুদ ডাটা, Cost data ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী জাতীয় জ্বালানী নীতি, গ্যাস নীতি, কয়লা নীতিসহ অন্যান্য নীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করছে। দেশে বায়োডিজেল উৎপাদন ও ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রনয়ণে হাইড্রোকার্বন ইউনিট গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৬৫ কিলোওয়াট আওয়ার। দেশের সকল জনসাধারণের জন্য ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সরকার ১৯৯৬ সালে বেসরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি প্রণয়ন করে। সরকার প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এবং ঢাকা ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি (ডেসকো) গঠিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৫২৬২ মেগাওয়াটের মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ছিল ১৩৯০ মেগাওয়াট। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩৯.৯৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বেসরকারি খাতে। বেসরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলো হলোঃ বাঘাবাড়ী কম্বাইণ্ড সাইকেল ৪০ মেগাওয়াট স্টিম, সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রথম ইউনিট), মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়), মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় পর্যায়), বিবিয়ানা ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইণ্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দ্বিতীয় ইউনিট)। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে ১০-৩০ মেঃ ওঃ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট এবং শর্ট টার্ম রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য দেশে বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ফেঞ্জুগঞ্জ, শাহজীবাজার, কুমারগাঁও, ভোলা, বগুড়া এবং খুলনায় মোট ৬টি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। এগুলো থেকে প্রায় ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে

সংযুক্ত হবে। খুলনা ৪০ মেগাওয়াট ও সিলেটের কুমারগাঁও'এ ৫০ মেগাওয়াট কেন্দ্র দুটি জুন ২০০৮ এর মধ্যে চালু হবে। বাকী ৪টি কেন্দ্র আগষ্ট ২০০৮ এ চালু হবে বলে আশা করা যায়।

পরিবহন খাত

বিমান পরিবহন

সরকার বেসরকারিকরণ নীতির অনুসরণে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বিমান বন্দরের নন-রেগুলেটরি কাজগুলো বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিস্কার - পরিচ্ছন্নতার কাজ পরিচালনার জন্য স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিমান বন্দরের অন্যান্য ম্যানেজমেন্টকে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চূড়ান্ত কার্যক্রম চলছে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং ও অন্যান্য নন-রেগুলেটরি কাজকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালনা করার পরিকল্পনা চলছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিমান পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিকিকরণের নিমিত্তে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপদেষ্টা কাউন্সিল কর্তৃক বিমানকে শতকরা ১০০ ভাগ মালিকানায় রেখে এবং জনবল হ্রাসের মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (পিএলসি)-তে রূপান্তর করা হয়েছে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরের ফলে বিমান ব্যবস্হাপনা বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করেছে। একই সাথে স্বেচ্ছা অবসর স্কীম (ভিআরএস) এর মাধ্যমে বিমান থেকে ১৮৬২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরী থেকে স্বেচ্ছা অবসরে গেছেন।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সীমিত সম্পদ নিয়ে বিমান বাংলাদেশ বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ৩টি এবং আন্তর্জাতিক ১৮টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। বিমান বহরে নতুন কিংবা ভাড়ায় উড়োজাহাজ সংযোজন সাপেক্ষে কয়েকটি স্হগিতকৃত গন্ত-ব্যে (২০০৬ সালে নিউ ইয়র্ক, ব্রাসেলস, প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, মুম্বাই, নারিতা (জাপান) ও ইয়াগুন এবং ২০০৭ সালে ম্যানচেস্টার) সার্ভিস পুনঃপ্রবর্তন এবং সম্ভাব্য কতিপয় নতুন গন্তব্যে সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে উড়োজাহাজ সংকট ও উড়োজাহাজের জ্বালানী তেলের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

পর্যটন

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির আলোকে পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদান এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবাল, উপল, লাবনী, সিলেট পর্যটন মোটেল, মৌলভীবাজারস্থ রেস্ট হাউজ, রুচিতা রেঁস্তোরা ও বার, সাকুরা রেঁস্তোরা ও বার, চিলড্রেন এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট; ভাটিয়ারী গলফ ক্লাব, বার এবং ফয়'স লেক বেসরকারি সংস্থার নিকট ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পর্যটন মোটেল খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি অডিটরিয়াম, কটেজ ও বার; কক্সবাজার সুইমিং পুল, পর্যটন হলিডে হোমস, কুয়াকাটা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ডিসেম্বর ২০০৭ এ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া টেকনাফস্থ হোটেল নেটং, পর্যটন মোটেল দিনাজপুর, পর্যটন মোটেল বগুড়া, অডিটেরিয়াম, কটেজ এন্ড বার রাঙামাটি, হোটেল পশুর এন্ড বার মংলা, হোটেল মধুমতি টুঙ্গিপাড়া, পর্যটন কমপ্লেক্স সাগড়দাড়ি, পর্যটন রেঁস্তোরা, মাধবকুন্ড এবং সম্প্রতি নির্মিত কক্সবাজারের ৫টি লাক্সারি কটেজ-এর বেসরকারিকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে বিওটি পদ্ধতিতে পর্যটন করপোরেশনের সিলেট মোটেলের ১৩ একর খালি জায়গা এবং ফয়'স লেককে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ পর্যটন মোটেল সৈকতের স্থানে উন্নতমানের শপিং কমপ্লেক্স কাম আন্তর্জাতিকমানের হোটেল নির্মাণ, কক্সবাজারের ১২১ একর খালি জায়গায় বিওটি ভিত্তিতে পর্যটন কমপ্লেক্স উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশে পরিবহন ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে ১৯৯৭ সাল থেকে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফেরুয়ারি'০৭ পর্যন্ত মোট ৬৩টি মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ১০টি ইন্টারসিটি ট্রেন এর অন বোর্ড পরিসেবা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক খাত

দেশব্যাপী একটি উপযুক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং এর পাশাপাশি নির্মিত সড়কের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কার্য পরিচালনা করার নিমিত্তে প্রতি বছর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এই ব্যয় ভার সরকারের সীমিত সম্পদের ওপর একটি মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে চলছে। সড়ক পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে সড়ক নেটওয়ার্কের গুণগত মান সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করে তোলার প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে সচেষ্ট হয়েছে।

দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহনের বিষয়টি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় স্থলপরিবহন নীতি (NLTP) ও খসড়া সমন্বিত বহুমাত্রিক পরিবহন নীতিমালায় (IMMTP) সবিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়েছে। সড়ক অবকাঠামো নির্মানে বেসরকারি বিনিয়োগকারী/উদ্যোক্তাগন কর্তৃক অংশগ্রহনের লক্ষ্যে একটি পৃথক আইনগত কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন।

নৌ-পরিবহন

সরকারের জাতীয় নৌ-পরিবহন নীতিমালায় বন্দরখাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বেসরকারিখাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কর্মকান্ডে স্টিভিডোরস, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এবং ইক্যুইপমেন্ট হ্যান্ডলিং অপারেটরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বন্দরের অপারেশনাল বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট বেসরকারি খাতে লিজ দেয়া এবং বেসরকারি খাতে আইসিডি (ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো) নির্মাণে সরকার উৎসাহিত করছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (চবক) এর লাইসেন্স প্রাপ্ত ৫২টি স্টিভিডোর এবং প্রায় ৩০০০ সিএন্ডএফ এজেন্টস বেসরকারি খাতে বন্দরে মালামাল খালাস ও ছাড়করণে নিয়োজিত আছে। তাছাড়াও বর্তমানে শীপ-টু-শোর-টু-ইয়ার্ডে কনটেইনার হ্যান্ডলিং এবং ডেলিভারি পয়েন্ট থেকে খালি ইয়ার্ডে খালি কনটেইনার সরানোর কাজে বেসরকারি ঠিকাদার নিয়োজিত আছে। কনটেইনার হ্যান্ডলিং এ বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার জন্য প্রাইভেট ইক্যুইপমেন্ট পরিচালনার কাজে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা হয়। সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির অংশ হিসেবে পোর্ট কানেক্টিং রোড এর পাশে চবক এর নিজস্ব ৩.৮২ একর জমিতে ৩০০ ট্রাক/লরি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্রাক টার্মিনাল বিওটি (BOT) ভিত্তিতে ১৫ বছরের জন্য ২০০১ সালে বেসরকারিখাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত বন্দরের সদরঘাট লাইটারেজ জেটি ২৫ বছরের জন্য লীজ দিয়ে সম্প্রতি বেসরকারিখাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, বন্দর স্টেডিয়ামের পার্শ্বে এক্স ও ওয়াই শেড এলাকা খালি কনটেইনার রাখার জন্য বেসরকারি অপারেটরকে লীজ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল বার্থ যথাঃ সিমেন্ট ক্লিংকার জেটি, কাফকো এমোনিয়া জেটি, কাফকো ইউরিয়া ফার্টিলাইজার জেটিসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেসরকারিখাতে আইসিডি নির্মাণ সংক্রান্ত নীতিমালা চালুর পর চট্টগ্রাম বন্দরের আশেপাশে ১১টি বেসরকারি আইসিডি কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং এলাকায় একটি কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

দেশের বেসরকারি খাতের সার্বিক কার্যক্রমের বৃহদাংশই অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বেসরকারি খাতের প্রায় ৯৫ শতাংশ যাত্রী ও মালামাল পরিববহন হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ স্হাপিত ১১টি নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটসহ পল্টুন সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ লঞ্চঘাটসমূহ বেসরকারি খাতে ইজারার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে । উপরন্ত, পল্টুন এবং জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কাজ স্হানীয় বেসরকারি ডক ইয়ার্ডে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু আইডব্লিউটি সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাত অদ্যাবধি সরাসরি সম্পৃক্ত হয়নি। তবে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো সুবিধাদি বেসরকারি ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালার আলোকে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প যথাঃ-(১) গুরুত্বপূর্ণ ৪টি অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন এবং (২) ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (২য় পর্যায়)-এর আওতায় খনন কার্যক্রম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার দ্বারা সম্পন্ন করা হচ্ছে। এসব খনন কার্যক্রম ছাড়াও সংরক্ষণ, খননসহ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ বেসরকারি খাত দ্বারা সম্পাদনের জন্য বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ঢাকার পানগাঁওয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাঅনৌ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে একটি কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে এর পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পণ করা হবে। উপরন্ত, নোয়াপাড়া, আশুগঞ্জ-ভৈরব ও বরগুনায় নদী বন্দর স্হাপন শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনুমোদিত হলে এটি বাস্তবায়নের পর বন্দরসমূহের পরিচালনার ভারও বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বিআইডব্লিউটিএ সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে সব বিষয় ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটবে এবং ভবিষ্যতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ আইডব্লিউটি সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নসহ নৌপথে ড্রেজিং এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

ব্যাংকিং ও বীমা

বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সরকারি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বীমা অধিদপ্তর বীমা কোম্পানির নিকট থেকে বার্ষিক নবায়ন ফি, বীমা কোম্পানি এমপ্লয়ার অব এজেন্ট ও এজেন্ট লাইসেন্স ফি, সার্ভেয়ার সার্টিফিকেট ও নবায়ন ফি, বীমা আইন ও বিধি বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধে আরোপিত জরিমানা আদায় ইত্যাদি বাবদ রাজস্ব আদায় করে থাকে। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে বীমা খাতে ৩.৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.২১ কোটি টাকায়।

সাধারণ বীমা খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও ৪৩টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি ২০০৬ সালে সম্মিলিতভাবে প্রিমিয়াম আয় করেছে ৯০৭.১৭ কোটি টাকা। ২০০৫ সালে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ৮০৭.২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানের মোট প্রিমিয়াম আয় ৯৯.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ৬ বছরে সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৬-এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১৪.৬ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকায়)

মোট প্রিমিয়াম				সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
সাল	সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানীসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানীসমূহ (%)	মোট (%)
২০০১	৭৬.০০	৪২২.৯২	৪১৮.৯২	১৫.২৩	৮৪.৭৭	২৩.০৯	১৫.৯৭	১৭.০১
২০০২	৮১.৮৬	৪৫৩.৪৬	৫৩৫.৩২	১৫.২৯	৮৪.৭১	৭.৭১	৭.২২	৭.৩০
২০০৩	৭৬.৬৬	৫১৭.৮১	৫৯৪.৪৭	১২.৯০	৮৭.১০	(-) ৬.৩৫	১৪.১৯	১১.০৫
২০০৪	৭৭.৮৬	৬০১.৮৮	৬৭৯.৭৪	১১.৪৫	৮৮.৫৫	১.৫৭	১৬.২৩	১৪.৩৪
২০০৫	৮৮.৬১	৭১৮.৬৭	৮০৭.২৮	১০.৯৮	৮৯.০২	১৩.৮১	১৯.৪০	১৮.৭৬
২০০৬	১০৪.৪৫	৮০২.৭২	৯০৭.১৭	১১.৫১	৮৮.৪৯	১৭.৮৮	১১.৭০	১২.৩৭

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

জীবন বীমা খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ১৭টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০০৬ সালে জীবন বীমা ব্যবসা বাবদ প্রিমিয়াম আয় করেছে ২৩৬১.৩৬ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী ২০০৫ সালের প্রিমিয়াম আয় ২০৪৪.৭৪ কোটি টাকার তুলনায় ২০০৬ সালে ৩১৬.৬২ কোটি টাকা বা ১৫.৪৮ শতাংশ বেশি আয় হয়েছে। বিগত ৬ বছরে জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৭ -এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১৪.৭ ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতে অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাত জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানি সমূহ (%)	মোট (%)
২০০১	১৫০.০০	৬৬৮.০৯	৮১৮.০৯	১৮.৩৪	৮১.৬৬	(-) ১২.৪৫	২৩.৫১	১৬.৫৯
২০০২	১৭৯.০০	৮৩৪.৮৩	১০১৩.৮৩	১৭.৬৬	৮২.৩৪	১৯.৩৩	২৪.৯৬	২৩.৯৩
২০০৩	১৫২.০০	১০৫৮.৭২	১২১০.৭২	১২.৫৫	৮৭.৪৫	(-)১৫.০৮	২৬.৮২	১৯.৪২
২০০৪	১৯৭.০০	১৩৩৫.২৩	১৫৩২.২৩	১২.৮৫	৮৭.১৪	২৯.৬১	২৬.১১	২৬.০০
২০০৫	২০৩.৬৫	১৮৪১.০৯	২০৪৪.৭৪	৯.৯৫	৯০.০৪	৩.৩৮	৩৭.৮১	৩৩.৪৫
২০০৬	২২৩.৩৫	২১৩৮.০০	২৩৬১.৩৬	৯.৪৬	৯০.৫৪	৯.৬৭	১৬.১৩	১৫.৪৮

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

২০০৭ সালে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও বেসরকারি ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানির মোট বিনিয়োগযোগ্য লাইফ ফান্ডের পরিমাণ হয়েছে ৬,৯২৭.৬৩ কোটি টাকা যা, পূর্ববর্তী ২০০৬ সালে ছিল ৫,৫৩৮.১৯ কোটি টাকা। বিদ্যমান বীমা আইনানুযায়ী লাইফ ফান্ডের ৩০ শতাংশ সরকারি কিংবা সরকার অনুমোদিত বন্ড/সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ ও ৭০ শতাংশ ক্যাপিটাল মার্কেটে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইউনিট ফান্ড ইত্যাদি ব্যাংকের মেয়াদি আমানত ও রিয়েল এস্টেটসহ অন্যান্য কতিপয় খাতে বিনিয়োগ করতে হয়।

শিক্ষা খাত

সরকার **'সবার জন্য শিক্ষা'** নিশ্চিতকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে আসছে। রাজস্ব বাজেটের উপর চাপ লাঘবের এবং শিক্ষায় বিদেশ নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতে বেসরকারিকরণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে বেসরকারিখাতে বহুসংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ৯৮ শতাংশ বেসরকারি। সরকার সারা দেশে বিদ্যমান স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ প্রায় ২৬,৩৩৫টি প্রাথমিকোত্তর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও. ভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ৪,৮২,৮৯৬ জন। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ বেতন প্রদান করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এখাতে ৩৩৪৪.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত যথাক্রমে ৪৮ঃ ৫২।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির চাহিদা প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ পাশ করেছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। জগন্নাথ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করায় দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬টি-তে। সম্প্রতি বরিশাল ও রংপুরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Higher Education Quality Enhancement শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, এর মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়ন করা হবে। বৈদেশিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের দানকৃত জায়গায় চট্টগ্রামে Asian University for Women এ বছর থেকে চালু হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে "জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" (এনটিআরসিএ) গঠন করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অবনতিশীল শিক্ষার মান সরকার ও জনগনের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বোর্ডের হাতে থাকায় এদের পক্ষে স্হানীয় প্রভাবশালীদের চাপে অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান পরিহার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠেনা । এনটিআরসিএ বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন করে থাকে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি মাসিক অর্থ প্রদান (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) প্রতিষ্ঠানের কৃতিভিত্তিক (performance based) করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও মুদ্রণ বেসরকারিকরণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনন বিকাশের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি প্রকাশকদের প্রতিযোগিতার ফলে মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। সংস্কারমূলক এ প্রকল্পের আওতায় মেয়েদের পাশাপাশি দরিদ্র ছেলেদেরও বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্হা বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও সরকারি অর্থ প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য Independent Inception Body (IIB) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রশ্নব্যাংকের পরিবর্তে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাকে সরকার উৎসাহিত করছে। বর্তমানে দেশে রেজিস্ট্রিকৃত ২৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ৮টি ডেন্টাল কলেজ এবং ৩৩,৭২৭ টি শয্যাসহ ২,১১৪টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। এর পাশাপাশি ৪,৫০৯টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হার্ট ফাউন্ডেশন, ক্যান্সার হাসপাতাল এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে অসংখ্য এনজিও দেশের বিভিন্ন উপজেলায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এইচআইভি/এইডস ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া সরকার বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে ভোলা, কক্সবাজার, শেরপুর, সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট এবং সুনামগঞ্জ জেলার আওতাধীন ১৩৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৩৭৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক কন্ট্রাক্ট আউটের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কৃষিতে বেসরকারিকরণ

মধ্য আশির দশক হতে বাস্তবায়নাধীন বাজারমুখী সংস্কার কার্যক্রমের অধীনে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ ও বিনিয়োগসমূহের জন্য সহায়ক পরিবেশ (অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং নীতি) সৃষ্টির জন্য সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সেচ ব্যবস্হা বহুলাংশে ব্যক্তি খাতে পরিচালিত হচেছ। কৃষি ব্যবস্হায় উন্নত উফশী বীজের সীমিত ব্যবহার ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ধান, গম ইক্ষু, আলু এবং পাট ব্যতীত সকল প্রকার ফসলের বীজ আমদানি ও বিক্রয় ব্যক্তি খাতের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কিছু নিয়মনীতি মেনে বেসরকারি পর্যায়ে হাইব্রীড ধানের বীজ আমদানিরও অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা সংস্হা থেকে ব্রিডার সীড সংগ্রহ করে ভিত্তি বীজ ও অন্যান্য বীজ উৎপাদন ও বিতরণের অনুমতিও বেসরকারি খাতকে দেয়া হয়েছে। সার ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সার কারখানা, বন্দর ও বাফার গোডাউন থেকে সার উত্তোলন করে ডিলার/ব্যবসায়ীদের তাদের কার্যপরিধিভুক্ত জেলা/উপজেলায় বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়। বর্তমানে ব্যক্তিগতখাতে ডিলার/ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রিত দামে সারের আমদানি ও বিতরণ প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

মৎস্য খাত

ষাটের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ উন্মুক্ত জলাশয় থেকে আসলেও, বর্তমানে তা ৩৫ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে মৎস্য অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরিত উন্মুক্ত জলাশয়সমূহে মৎস্যজীবীদের সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। ফলে জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে এবং তারা মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশীদারিত্বের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে উঠে।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশে পানি সম্পদের ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা এবং সেবা প্রদানে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিচালন নিশ্চিত করতে সরকার সুস্পষ্ট বিধি বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

- সব ধরণের পানি ব্যবহারকারীর চাহিদা (বিশেষতঃ কৃষি, মৎস্য, নৌ-চলাচল ও পানীয় জলের পরিবেশ) মোতাবেক ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবস্থাপনার একটি সার্বিক (Holistic) এবং সমন্বিত উদ্যোগ;
- পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারদের নিকট জবাবদিহিতা;
- পানি ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্তী নদী অববাহিকায় (Sub-basin) পানি বিজ্ঞানীয় (Hydrological) উদ্যোগ, এবং
- টেকসই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ উপযোগী অবকাঠামো তৈরি।